Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ১৫/০৬/২০২১ (পৃঃ ১২,০২)

কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে কাজ করছে সরকার : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ফলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে যাচ্ছে ও যান্ত্রিকীকরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ বছরে বোরোতে ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় দ্রুততার সঙ্গে সফলভাবে ধান ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী গতকাল রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের' জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ৫০%-

কৃষিকে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

কৃষিকে : আধুনিক

(১২ পৃষ্ঠার পর)

৭০% ভর্তুকিতে কৃষকদের কৃষিযন্ত্র দেয়া হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এটি সারা বিশ্বের একটি বিরল ঘটনা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে সময় ও শ্রম খরচ কমবে। কৃষক লাভবান হবে। বাংলাদেশের কৃষিও শিল্পোন্নত দেশের কৃষির মতো উন্নত ও আধুনিক হবে।'

কৃষিযন্ত্রের প্রাপ্তি, ক্রয়, ব্যবহার ও মেরামত সহজতর করতে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র তৈরি করতে চাই। বর্তমানে বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তা আমরা কমিয়ে আনতে চাই। ইতোমধ্যে আমরা ইয়ানমার, টাটাসহ অনেক কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের অনুরোধ করেছি যাতে তারা বাংলাদেশে কৃষিযন্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সিনিয়র সচিব মেসবাহুল ইসলাম বলেন, কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। একই সঙ্গে, ফসলের নিবিড়তা বাড়বে ও সময়ে চাষ ত্বরান্বিত হবে। সময় বাঁচার ফলে আলাদা একটা ফসল করা যাবে।'

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, ব্রির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক বেনজীর আলম।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ১৫/০৬/২০২১ (পৃঃ ১৫)

সোমবার কেআইবি মিলনায়তনে জাতীয় কর্মশালায় বক্তব্য দেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ■ সমকাল

সুফল পাওয়া যাচ্ছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের

কৃষিমন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে যাচ্ছে। এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে নেওয়া হয়েছে তিন হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। মাঠপর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের' জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, অঞ্চলভেদে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদের কৃষিযন্ত্র দেওয়া হচ্ছে। এটি সারাবিশ্বে বিরল ঘটনা। পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র তৈরি করতে চাই। তিনি আরও বলেন, যন্ত্র সরবরাহকারীদের যন্ত্রের মেইনটেন্যান্সে সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা দিতে হবে। কৃষকের জন্য প্রশিক্ষণে জোর দেওয়া হচ্ছে। যাতে তারা নিজেরাই যন্ত্র চালনা ও মেরামত করতে পারেন। এ ছাড়া, কৃষক নিজেই যেন কৃষিযন্ত্র কিনতে পারেন, সেজন্য ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল ও প্রকল্প পরিচালক বেনজীর আলম।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ১৫/০৬/২০২১ (পৃঃ ০২)

কর্মশালায় কৃষিমন্ত্রী

'কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের সুফল মিলছে'

যুগান্তর প্রতিবেদন

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বর্তমান সরকার কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া হয়েছে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ফলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে যাচ্ছে এবং যান্ত্রিকীকরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। সোমবার রাজধানীর খামারবাড়ীতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের' জাতীয় কর্মশালায় এ কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, ব্রির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

ড. রাজ্জাক বলেন, এ বছর বোরোতে ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় দ্রুততার সঙ্গে সফলভাবে ধান ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছে। 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদের কৃষিযন্ত্র দেওয়া হচ্ছে। এটি সারা বিশ্বে একটি বিরল ঘটনা।

Date| 15/0602021 (Page:B-1)

The Daily Star

Make farm machinery affordable

Farmers, machinery makers, importers call for 80pc subsidy

STAR BUSINESS REPORT

The government should provide at least 80 per cent subsidy to farmers to bring agriculture machinery within their purchasing power.

Representatives of farmers, machinery manufacturers and importers made this call at the "National Workshop on Agricultural Mechanisation Project through Integrated Management" at the Krishibid Institution Auditorium in the capital's Khamarbari yesterday.

To speed up farm mechanisation across the country, they also urged the government to provide bank loans and agriculture machinery to small entrepreneurs in villages.

The government is currently giving 70 per cent subsidy to farmers in the haor areas and 50 per cent subsidy to the farmers in the rest of the country to buy agriculture machinery.

But most farmers cannot afford the rest of the cost to buy machinery like a combined harvester, which costs around Tk 14 lakh to Tk 15 lakh.

The government is currently giving 70 per cent subsidy to farmers in the haor areas and 50 per cent subsidy to the farmers in the rest of the country to buy agriculture machinery. COLLECTED

Addressing the workshop, Agriculture Minister Muhammad Abdur Razzaque said the government was planning to provide bank loans to the farmers so that they could afford the rest of the cost.

He said the government wanted to manufacture farm machinery locally to reduce the dependency on imports. Most of the farm machinery is brought in from abroad.

"Besides, we are giving importance to producing spare parts and machinery repairing factories so that the opportunity for jobs can increase locally," Razzaque said.

The government has undertaken a Tk 3,020-crore project with an emphasis on agricultural mechanisation.

In addition, 284 posts of agricultural engineers have been created at the field level to accelerate farm mechanisation, the minister said.

READ MORE ON B3